

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
প্রশাসন বিভাগ
৮৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
www.bffwt.gov.bd

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তি অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: জনাব মো: ইসমাইল হোসেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
সভার তারিখ	: ২০/০৩/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ।
সভার সময়	: বেলা ১২.০০ ঘটিকা
সভার স্থান	: সভাকক্ষ, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট "ক"

সভার প্রারম্ভে সভাপতি সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তি অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে আয়োজিত সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

০২। প্রথমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুশাসনের ৫টি কর্মপরিকল্পনা অর্থাৎ (১) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (২) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (৩) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (৪) তথ্য অধিকার ও (৫) ই-গভর্নেন্স ও বার্ষিক উদ্ভাবন পরিকল্পনার বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনের করণীয় সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়াদি সম্মানিত অংশীজনের অবগতির জন্য বিস্তারিত আলোচনা করেন:

(ক) সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনিক দক্ষতা: সুশাসন প্রতিষ্ঠায় প্রশাসনিক দক্ষতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রশাসনিক কাজের সাথে জড়িত রয়েছে বিভিন্ন স্তরের জনবল। তাদের দক্ষতার উপর নির্ভর করে প্রশাসনিক দক্ষতা। এর জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

(খ) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা: সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। প্রতিষ্ঠানের সকল কাজ কর্মে এ দু'টি বিষয় নিশ্চিত করা গেলে সুবিধাভোগীদের নিকট আস্থার একটি বড় জায়গা তৈরী হবে। ফলে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি বৃদ্ধিসহ সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্যে কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গির উৎকর্ষ সাধন প্রয়োজন।

(গ) দুর্নীতি পরিহার করা: সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতি একটি বড় অন্তরায়। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে দুর্নীতির উর্ধ্বে থেকে সুবিধাভোগীদের সেবা প্রদান করতে হবে। এছাড়াও প্রশাসনিক সকল কাজে দুর্নীতি পরিহার করতে হবে। সততা ও ন্যায্যপরায়নতার সাথে কাজ করার জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। দুর্নীতি পরিহার যথোপযুক্ত কৌশল রপ্ত করতে হবে।

(ঘ) একতাবদ্ধতা: সুশাসন প্রতিষ্ঠায় একতাবদ্ধতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের একতাবদ্ধ হয়ে একটি টিমে কাজ করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। তাহলে প্রত্যেক কাজে সফলতা আসবে। একে অপরের কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে।

০৩। অতঃপর সভাপতি সভার আলোচ্যসূচি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপনের জন্য ট্রাস্টের পরিচালক (প্রশাসন) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট-কে অনুরোধ জানান। তিনি বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনান। বিগত সভার কার্যবিবরণীতে কোনরূপ সংশোধন বা সংযোজন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০৪। ট্রাস্টের পরিচালক (প্রশাসন) ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বলেন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০২৪-২০২৫ স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত চুক্তিনামার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে আজকের এ সভার

চলমান পাতা-২

আয়োজন। জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-এর লক্ষ্য অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তিনি সভায় উপস্থিত যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা, খেতাবপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদেরকে পরামর্শমূলক বক্তব্য উপস্থাপনের আহ্বান জানান।

০৫। যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মো: আইয়ুব আলী বলেন, আজকের সভার বিষয়বস্তু হলো সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র গঠন। সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনদেরকে (Stakeholders) নিয়ে অনুষ্ঠিত আজকের এ সভায় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস), তথ্য অধিকার ও সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পেরে তারা সমৃদ্ধ হয়েছেন। জিআরএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে কিভাবে অভিযোগ দাখিল করতে হয়, তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে কিভাবে অধিকার আদায় করা যায় অথবা কিভাবে তথ্য পেতে হয় এবং প্রতিশ্রুত সেবা কিভাবে পাওয়া যায় এগুলো জানতে পেরে তারা তাদের অধিকার আদায় সচেষ্ট হবেন।

০৬। যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মো: শফিকুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। পূর্বে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টে সুশাসন বলতে যা বুঝায় তার ঘাটতি ছিল। বর্তমানে ট্রাস্টে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিয়ে তাদের জীবনমান উন্নত করার নিমিত্ত নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ জন্য তিনি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

০৭। শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান জনাব মো: ফরিদ হোসেন বলেন, আগের চেয়ে ট্রাস্টের সেবা প্রদানের পদ্ধতি এখন অনেক উন্নত হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের উত্তরাধিকারীগণ ট্রাস্টের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে ভালো আচরণ না দেখালেও কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তাদের সাথে সব সময় ভালো আচরণ করে থাকেন এবং প্রত্যাশা অনুযায়ী সেবা প্রদান করে থাকেন।

০৮। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্ত নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- (ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-২০২৪-২০২৫ বাস্তবায়নের নিমিত্ত শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ এর নির্দেশনাসমূহ যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে; এবং
- (খ) সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনদেরকে (Stakeholders) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সকল সেবার কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;
- (গ) কর্মকর্তাদের নাম, পদবি, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা নিয়মিত হালনাগাদ/পরিবর্তন করে তথ্য বাতায়নে আপলোড করতে হবে;
- (ঘ) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) সহজে দৃশ্যমান স্থানে টাঙিয়ে রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা যথাসময়ে আয়োজন করতে হবে; এবং
- (ঙ) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা যথাসময়ে আয়োজন করতে হবে।
- (চ) যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের প্রাপ্য সেবাসমূহ আরও দ্রুত ও সহজে তাঁদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার বিষয়ে চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

০৯। পরিশেষে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা (জিআরএস), সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) ও তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২৫ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করে এবং সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত

তারিখ: ২৫/০৩/২০২৫

(মো: ইসমাইল হোসেন)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

ও

সভাপতি, নৈতিকতা কমিটি

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

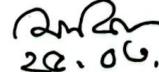
চলমান পাতা-৩

স্মারক নম্বর: ৪৮.০১.০০০০.১০২.৩১.০০৪.২৫- ১৫০৭-২০০৭

তারিখ: ১১ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ।
২৫ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ।

অনুলিপি সদয় অবগতি/কার্যার্থে:

- (০১) পরিচালক (প্রশাসন/অর্থ/বাণিজ্য ও উন্নয়ন/কল্যাণ ও গবেষণা), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট।
- (০২) ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা (NIS), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- (০৩) অতিরিক্ত পরিচালক (বাণিজ্য ও উন্নয়ন/কল্যাণ ও গবেষণা), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা।
- (০৩) যুগ্মপরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, ঢাকা
- (০৪) সহকারী প্রধান প্রকৌশলী/সহকারী প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/সহকারী প্রধান নিরীক্ষক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
- ✓(০৫) সহকারী প্রোগ্রামার (আইসিটি) ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট, এনআইএস, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট (এ ট্রাস্টের ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য অনুরোধ করা হলো)
- (০৯) জনাব


২৫.০৩.২০২৫
(মো: জাকিয়া পারভীন)
পরিচালক (প্রশাসন)

সভা : সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (Stakeholders) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ৩য় ত্রৈমাসিক সভা

সভাপতি : জনাব মো: ইসমাইল হোসেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট।

সভার তারিখ ও সময় : ২০ মার্চ ২০২৫ খ্রি: সকাল ১২.০০ ঘটিকা।

সভার স্থান : সভাকক্ষ (৫ম তলা), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট।

সভার উপস্থিতি :

ক্রমিক নং	অংশীজন/কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ও পদবি	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
০১	মো: ইসমাইল হোসেন	০১৬৪৪৩৬৪৪৬৬	
০২	মো: আমজাদ হোসেন	০১৬১২৬৬১০৬৬	
০৩	মো: মুহাম্মদ কাসিম	০১৬৬০২৬৭২৪৬	
০৪	মো: আমজাদ হোসেন, সিনিয়র প্রোগ্রামার	০১৬১১০৬১০৬১	
০৫	মো: আমজাদ হোসেন	০১৭৬৩৩৩৬৬১৬	
০৬	মো: আমজাদ হোসেন	০১৭৬২৩৬৬৭৭৭	
০৭	মো: আমজাদ হোসেন	০১৭৬৬-৭৩৬৬৬৩	
০৮	মো: আমজাদ হোসেন	০১৭৭৫৫৫৬৬৬	
০৯	মো: আমজাদ হোসেন	০১৭১৫৬৬৬৬৩৫	
১০	মো: আমজাদ হোসেন	০১৫৫০১৬৬৬৬	
১১	মো: আমজাদ হোসেন	০১৭২৭৩৬৬৬৯৮	
১২	মো: ইসমাইল হোসেন মহ: প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১৯২২-৩৭১০৩০	
১৩	মো: আমজাদ হোসেন মহ: প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১৭১৫৫৬৬৬৬	
১৪	মো: আমজাদ হোসেন মহ: প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১৭২২-৪৪৬৬৬৪৪	
১৫	মো: আমজাদ হোসেন মহ: প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১৭১২৩৬৬৬৬৬	
১৬	মো: আমজাদ হোসেন মহ: প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১৭১৭৬৬৬৬৬৬	
১৭	মো: আমজাদ হোসেন মহ: প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১৭১১-৩৬৬৬৬১১	
১৮	মো: আমজাদ হোসেন মহ: প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১৭১১-৩৬৬৬৬১১	
১৯	মো: আমজাদ হোসেন	০১৭৩২-২৬৬৬৬৩২	
২০	মো: আমজাদ হোসেন	০১৬৭৩৬৬৬৬৬৬	

সভার তারিখ : ২০/০৩/২০২৫ খ্রি:
ঘটিকা

সময়: বেলা ১২.০০.০০

ক্রমিক নং	কর্মকর্তা নাম ও পদবি/অংশীদারের	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
২১	সবুজ কুমার সীল সহঃ প্রোগ্রামার (৩০/১১)		Amir ২০/০৩/২৫
২২	ডাঃ আমান হোসেন চৌধুরী উপ-পরিচালক	০১৭৯২১৭১৭৫৭	Amir ২০/০৩/২৫
২৩	ডাঃ মোহাম্মদ হুসেইন হোসেন উপ-পরিচালক	০১৫৩৩৭৫০৫৬৩	Amir ২০/০৩/২৫
২৪	ডাঃ মাহনুজ জিয়া উপ-সহঃ প্রোগ্রামার (সিভিল)	০১৭৩৬-৭৬৭৭৮০	Amir ২০/০৩/২৫
২৫	ডাঃ আমান হোসেন উপ-সহঃ পরিচালক	০১৭৭০-৫৫৭৮৭৮	Amir ২০/০৩/২৫
২৬			
২৭			
২৮			
২৯			
৩০			
৩১			
৩২			
৩৩			
৩৪			
৩৫			